এই ভাবে বহুগ্রামে কলেরার ভয়।
গোলোকের আগমনে সব দূর হয়।।
হরিভক্ত দরশনে চিত্তে আসে বল।
হরিভক্ত পরশনে জনম সফল।।
হরিভক্ত আগমনে প্রেমবন্যা বহে।
'আপদ বালাই সব বহুদূরে রহে।।
হরিভক্ত চূড়ামণি গোলোক পাগল।
কবি কহে গেল দিন হরি হরি বল।।

* * *

মহাপ্রভুর সঙ্গে পাগলের করণযুদ্ধ

গোস্বামী গোলোক, মাতাইল লোক,
হরিচাঁদ নাম দিয়া।
মত্ত হরিনামে সদা কাল ভ্রমে,
ভকত ভবনে গিয়া।।
গিয়া সুরগ্রাম, করে হরিনাম,
আড়ঙ্গ বৈরাগী ঘরে।
পাগলে দেখিয়া, মেয়েরা আসিয়া,
আনন্দে রন্ধন করে।।
পাক হ'ল সারা, আসিয়া মেয়েরা
গলে বস্ত্র দিয়া কয়।
হ'য়েছে রন্ধন, করুন ভোজন,
অন্ন জুড়াইয়া যায়।।'
এমন সময়, শুনিবারে পায়,
যুধিষ্ঠির রঙ্গ বাসে।
শিঙ্গা সাতপাড়, ঠাকুর তোমার,
উদয় হ'লেন এসে।।
শুনিয়া পাগল, বলে হরি বল,
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠে।
আড়ঙ্গেরে কয়, 'যাইব তথায়,
শীঘ্র লহ নৌকা বৈঠে।।
নৌকা নাহি ঘাটে, পাগল নিকটে,
আড়ঙ্গ বৈরাগী কয়।
কহিছে পাগল, 'ছাড় গণ্ডগোল,
বিলম্ব নাহিক সয়।।
নাহি কিছু মানি, নৌকা দেহ আনি,
ঠাকুর দেখিতে যাই।
না দেখে ঠাকুরে, মরি রে, মরি রে,
ত্বরায় তরণী চাই।।
যদি নাহি দেহ,' তবে নিঃসন্দেহ,
আমি দিব জলে ঝাঁপ।।
তা'তে যদি মরি, আমি পা'ব হরি,
তোর হ'বে মহাপাপ।।'
'কি দিব তরণী, তরী একখানি,
জলেতে ডুবান আছে।
ভাঙ্গা বড় নাও, তা'তে যদি যাও,
তবে দিতে পারি সেঁচে।।
দু'জনে হইলে, একেবেলা বাহিলে,
একজন ফেলে জল।
তবে যাওয়া যায়, সেই ভাঙ্গা না'য়,
কর যদি এ কৌশল।।'
মেয়েরা তখন, করিতে ভোজন,
পাগলকে কেঁদে কয়।
পাগল কহিছে, 'ক্ষুধা কা'র আছে,
তোর অন্ন কেবা খায়?'
মেয়েরা কাঁদিয়া, অন্ন দিল নিয়া,
খেল মাত্র দুই গ্রাস।
রায়চাঁদে কয়, শীঘ্র আয় না'য়,
যদি দরশনে যা'স্।।
পাগল কহিছে, নৌকা দেও সেঁচে,
যদি মোরে ভালবাস!
বাহিয়া যাইতে, একজন সাথে,
দেহ নৈলে নিজে এস।।